কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের দাবি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখতে হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতার বাইরে রাখার দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। তাঁরা বলেন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কর্মসূচির আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। তখন পূর্ব বাংলাজুড়ে তুমুল আন্দোলন হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি। কিন্তু স্বাধীন দেশেও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের মতে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে দুই দলকে সমঝোতার দিকে এগোতে হবে, পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, '১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আন্দোলনের বাইরে ছিল। স্বাধীন দেশের রাজনীতিবিদদের কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। সবার আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখতে হবে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীরা একটি ভীতির মধ্যে রয়েছে। কাজেই এই পরীক্ষার সময় অবরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সে জন্য অবরোধ' প্রত্যাহার করতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ নেবে সেই শিক্ষার্থীরা কোনো দল বা মতের নয়, তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করছে তারা। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হলেও লেখাপড়ায় ঠিকমতো মনোনিবেশ করতে পারছে না তারা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এটি না হলে দেশের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা জন্মাবে তাদের মনে, যেটা গণতন্ত্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর। দেশের এই পরিস্থিতির সমাধানে সব দলের রাজনীতিবিদকে একযোগে বলতে হবে—সহিংসতা বন্ধ করুন। আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না।'

> এসএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ নেবে সেই শিক্ষার্থীরা কোনো দল বা মতের নয়, তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করছে তারা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লাকী আক্তার বলেন, বিএনপির অবরোধে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা শঙ্কায় রয়েছেন। দেশের চলমান সংকট দুই রাজনৈতিক দলের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই সংকট রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার্থীদের অবরুদ্ধ করে নয়। আলাপ-আলোচনা ও সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে চলমান সংকট নিরসন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রেখে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। পরীক্ষা দিতে গিয়ে যেন কোনো শিক্ষার্থীর মনে আতঙ্ক কাজ না করে।

ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষা সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। আসন্ন পরীক্ষার সময় অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য বিএনপির কাছে আগেও দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বিএনপি তা প্রত্যাহার করেনি। সারা দেশে জ্বালাও-পোড়াও অব্যাহত রেখেছে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা ঘিরে বিএনপির কাছে আবেদন, অবরোধ প্রত্যাহার করুন নতুবা কোনো পরীক্ষার্থী আহত হলে ছাত্র সংগঠন মিলে আন্দোলন গড়ে তুলব।' তিনি আরো বলেন, 'দেশের দুই রাজনৈতিক দলের কারণে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবরোধের এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতার বাইরে রাখতে হবে। সর্বোপরি পেট্রলবোমার রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে।'

ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সৈকত মল্লিক বলেন, দেশের দুই দলের রাজনৈতিক স্বার্থেই চলমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সমঝোতার ভিত্তিতে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার্থীদের আতঙ্কে রেখে আন্দোলন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাজেই আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

ছাত্রলীগের সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, 'দেশের সাড়ে ১৪ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে জিম্মি করে রাজনীতির তীব্র নিন্দা জানাই। চলমান সহিংসতা থেকে না ফিরলে ছাত্রসমাজকে নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো কঠোর হতে হবে।'

ছাত্রদল নেতাদের অভিমত জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কয়েকজনের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। আর যাঁদের ফোন খোলা পাওয়া যায় তাঁরাও কথা বলতে রাজি হননি।